তারিখ ... 13 JUL 2005 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

যুগান্তর

নতুন পাঁচটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে

স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি

যুগান্তর রিপোর্ট

ঘোষিত বাজেটে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে স্বাস্থ্যনীতি নবায়ন, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, স্বাস্থ্য অবকাঠামো সম্প্রসারণ, ওষুধ শিল্প বিকাশে ওষুধনীতি ২০০৫-কে যুগোপযোগী করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে।

কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ

স্বাস্থ্যসেবাকে গতিশীল করতে প্রতি ৬ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য ১টি হিসেবে মোট ১৩ হাজার ৫শ' কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব ক্লিনিকের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মা ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্নতা-পরিচ্ছন্নতা, স্যানিটেশন, সুষম খাদ্যাভ্যাস, ডায়রিয়া প্রতিরোধ, পুষ্টি ও যৌনবাহিত রোগ বিষয়ে প্রচারণা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচির সম্প্রসারণ

মাতৃমৃত্যু রোধসহ মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়নে দরিদ্র ও নিঃস্ব গর্ভবতী মহিলাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচিকে আরও ৪৫টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করা হবে। ২০২১ সালের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার হাজারে ৫২ থেকে ১৫-তে এবং মাতৃমৃত্যুর হার ২ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ৫ শতাংশে কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সময়ের মধ্যে গড় আয়ু ৭০-এর কোঠায় উন্নীত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণ

জনসংখ্যা সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের লক্ষ্যে জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। পর্যাপ্ত কর্মীর অভাবে পরিবার-পরিকল্পনা কার্যক্রমে জনগণের চাহিদা পূরণ না করার সমস্যার উল্লেখ করে তা সমাধানের কথা বলা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা ও পদক্ষেপ হিসেবে এ সংক্রান্ত প্রজনন নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী ক্রয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির জন্য উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন মিলিয়ে ৪৯৮ কোটি টাকার বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়।

সব নাগরিকের পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিতকরণ

২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ নাগরিকের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করতে আগামী অর্থবছর জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম কর্মসূচিকে ১২০টি উপজেলায় সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব উপজেলাকে এর আওতায় আনা হবে বলে জানানো হয়।

স্বাস্থ্য অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ

হাসপাতালভিত্তিক সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সব উপজেলা হাসপাতালকে ৫০ এবং সব জেলা হাসপাতালকে পর্যায়ক্রমে আড়াইশ' শয্যায় উন্নীত করা হবে। আগামী বছরেই নতুন ৫টি মেডিকেল কলেজ ও ৬টি ইন্সটিটিউট অব হেলথ টেকনোলজি স্থাপন করা হবে। ৬টি নার্সিং ইন্সটিটিউটকে নার্সিং কলেজে উন্নীত করা হবে। নতুন করে ১২টি নার্সিং ইন্সটিটিউট স্থাপনের কাজে হাত দেয়া হবে। সৃষ্ট সম্পদের সদ্ব্যবহারের জন্য এবং সেবা প্রদানের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বহু পুরনো জরাজীর্ণ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সংস্কার ও আধুনিকায়ন হবে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্বয়ংসম্পূর্ণ কার্যক্রম।

২০২১ সালের মধ্যে সব ধরনের সংক্রামক ব্যাধি নির্মূলের লক্ষ্যে সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণায় চট্টগ্রামে ১শ' শয্যাবিশিষ্ট 'ইন্সটিটিউট অব ট্রপিক্যাল অ্যান্ড ইনফেকশাস ডিজিজেস ইন্সটিটিউট' স্থাপন করা হবে।

ওষুধ শিল্প বিকাশে ওষুধনীতি ২০০৫-কে যুগোপযোগী করা

মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জনসহ রফতানি বৃদ্ধির মাধ্যমে ওষুধ সেক্টরকে উল্লেখযোগ্য রফতানি আয়ের সেক্টরে পরিণত করতে জাতীয় ওষুধনীতি ২০০৫-কে যুগোপযোগী করা হবে। ওষুধ প্রশাসন পরিদফতরের আধুনিকায়ন হবে।

প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও সহযোগী সেবায় দক্ষতা বৃদ্ধি

রোগী কল্যাণ তহবিল নীতিমালা, ডিজিটাল পাস কার্ড পদ্ধতি পরিচালনা, ইউজার ফি আহরণ ও বণ্টন এবং ইউজার ফি নির্ধারণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগও গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্যারামেডিক, নার্সিং এবং মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ নেয়া হবে।